দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 9 FEB 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

ইনকিলাব ঃ মাদ্রাসার ফাজিল কামিলের জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

স্বতন্ত্র আরবী ইসলামী ভার্সিটি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী ঃ সেমিনারে বক্তাগণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ফাজিল কামিল মাদ্রাসার সমমান প্রদান ও ফাজিল কামিল মাদ্রাসার এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সময়ের দাবী। তৎপূর্বে প্রয়োজন মেটাতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করতে হবে।

বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া আয়োজিত মাদ্রাসার ফাযিল কামিলের জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তাগণ একথা বলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের খতীব মাওলানা মোহাম্মদ উবায়দুল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ড. এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, দৈনিক ইনকিলাব-এর নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক রেজিস্ট্রার প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মদ তমিজউদ্দীন, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার সাবেক ভাইস-প্রিন্সিপাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা একিউএম সিফাতুল্লাহ, হাফেজ মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দীন, মাওলানা ঈসা শাহেদী, আজিজুল হক বান্না ও মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স মান দেয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো আপগ্রেড করে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক উইং থেকে দাখিল ও কামিল মাদ্রাসাকে এফিলিয়েশন দেয়া যেতে পারে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক গ্র্যান্টস কমিশন থাকার দরকার বলে উল্লেখ করেন। তিনি কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে একটি সমন্বয় থাকা দরকার বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজ যে শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। কারণ, এ শিক্ষা ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা বর্জিত। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা উভয় শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় খতীব উবায়দুল হক বলেন, সাধারণ শিক্ষায় মুসলিম শিক্ষিতরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে মানতে রাজি কিন্তু গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। আর এ কারণেই দুই ধারার শিক্ষাকে এক ধারায় আনা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটি পৃথক এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া এবং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক তৎপরতা চালাতে তিনি একটি কমিটি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। তাই ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পৃথক আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং কাউকে ছাড় দেয়া যাবে না।

মাওলানা রুহুল আমীন খান বলেন, মাদ্রাসা সংস্কার কমিটির রিপোর্টে পরবর্তী সেশন থেকেই মাত্র ১ বছরের জন্য যে কোন একটি ইউনিভার্সিটি থেকে ফাজিল ও কামিল পাস ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী ও মাস্টার্স-এর সমমান দেয়ার জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গোটা মাদ্রাসা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার লক্ষ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হয়েছে। এ চক্রান্ত থেকে বের হয়ে আসতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ইসলামী শিক্ষার মূলে আঘাত করার জন্য দুই শিক্ষার ধারাকে এক ধারায় আনার কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষার অনেক বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষায় সংযোজিত হয়েছে। এখন দরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়সমূহ সাধারণ শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা। আর তাহলেই উভয় ধারার শিক্ষা আপন গতিতেই এক ধারার শিক্ষায় রূপান্তরিত হবে।